কলকাতা হাইকোর্ট

(ফৌজদারি পুনর্বিবেচনামূলক এখতিয়ার)

আপিল বিভাগ

উপস্থিতঃ

মাননীয় বিচারপতি শম্পা দত্ত (পল)

সি. আর. আর. ২০১৯ এর ৯৫৭

মুজিবুর রহমান

বনাম

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবং আরেকজন

আবেদনকারীর জন্য : শ্রীমতী শ্রেয়সী বিশ্বাস
শ্রীমতী বেনাজির হাসান

রাজ্যের জন্য : শ্রী শাশ্বত গোপাল মুখার্জি,বিজ্ঞ পি. পি.
শ্রী আরিজিত গাঙ্গুলি
শ্রী অশোক দাস

শুনানি শেষ হয়েছেঃ : ০৪.০৯.২০২৩

বিচার : ২৭.০৯.২০২৩

১. বর্তমান সংশোধনীতে ফারাক্কা থানা মামলা নং ৩৫৯, ২০১৭ তারিখের ৫ অক্টোবর, ২০১৭ তারিখের ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৪১/৩২৫/৩২৬/৩০৭/৪২৭/৫০৬/৩৪ ধারার অধীনে মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুরের জ্যেষ্ঠ অতিরিক্ত মুখ্য বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে বিচারাধীন জি.আর. মামলা নং ২০২৮, ২০১৭ বাতিল করার জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে এবং ৩ জুন, ২০১৮ তারিখের ফারাক্কা থানা চার্জশিট নং ১৬৭/১৮ এর সাথে সম্পর্কিত ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারা যুক্ত করা হয়েছে।

২. আবেদনকারীর মামলা হল, ফারাক্কা থানায় ২০১৭ সালের ৫.১০.২০১৭ তারিখে মামলা নং ৩৫৯, ফারাক্কা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে আঞ্জুরা খাতুন কর্তৃক দায়ের করা একটি লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তের জন্য নথিভুক্ত করা হয়েছিল। অভিযোগে বলা হয়েছে যে, এফআইআরে উল্লেখিত সকল অভিযুক্ত ব্যক্তি ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৩৪১/৩২৫/৩২৬/৩০৭/৪২৭/৫০৬/৩৪ এবং ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৩০২ এর অধীনে অপরাধ করেছেন।

৩. উক্ত অভিযোগে উত্থাপিত অভিযোগগুলি অন্যান্য বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত যে:-

"০৪.১০.২০১৭ তারিখে দুপুর ১২:০০ টার দিকে, এফআইআরে অভিযুক্তদের নাম উল্লেখ করে সকল ব্যক্তি বাঁশ দিয়ে তৈরি সাধারণ সীমানা প্রাচীর ভাঙতে শুরু করে। আরও অভিযোগ করা হয়েছে যে তখন ডিফ্যাক্টো অভিযোগকারীর বাবা - নাইফুল শেখ, টুনু শেখ, টুটুল শেখ এবং ফিচু

"অবৈধ অভিযোগকারীর শেখ ভাইয়েরা এবং অবৈধ অভিযোগকারীর মা চম্পা বিবি এফআইআর-এ তালিকাভুক্ত সকল অভিযুক্তের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান, এরপর এফআইআর-এ তালিকাভুক্ত সকল অভিযুক্ত তাদের উপর হামলা শুরু করেন। আরও অভিযোগ করা হয় যে এই আঘাতের কারণে, অবৈধ অভিযোগকারীর বাবা পরবর্তীতে হাসপাতালে মারা যান।"

৪. বর্তমান আবেদনকারীর বক্তব্য হলো, প্রথম তথ্য প্রতিবেদনে তার নাম উল্লেখ করা হয়নি, যদিও কথিত ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীও একই কথা বলেছেন।

৫.আরও বলা হয়েছে যে, ২০১৭ সালের ২০ অক্টোবর, জনৈক হাসিনা খাতুন ফারাক্কা থানায় বর্তমান প্রকৃত অভিযোগকারী এবং অন্যদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৪৭/৩২৩/৩২৫/৫০৬/৩৪ ধারার অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ সংঘটনের জন্য একটি পাল্টা লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। কিন্তু ফারাক্কা থানা উক্ত লিখিত অভিযোগটি নথিভুক্ত করেনি এবং উক্ত হাসিনা খাতুনকে জঙ্গিপুর মুর্শিদাবাদের বিজ্ঞ অতিরিক্ত প্রধান বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে ১৯৭৩ সালের ফৌজদারি কার্যবিধির ১৫৬(৩) ধারার অধীনে একটি আবেদন দায়ের করতে বাধ্য করে।

৬. উক্ত অভিযোগের আবেদনে উত্থাপিত অভিযোগগুলি নিম্নরূপ:-

"গত ০৪.১০.২০১৭ তারিখে দুপুর ১১.০০ টার দিকে, বর্তমান ডিফ্যাক্টো অভিযোগকারীর বাবা তার তিন ছেলের সাথে হাসিনা খাতুনের ভাইয়ের সম্পত্তির মাঝখানে বাঁশের বেড়া ভাঙতে শুরু করেন

এখানে পাল্টা মামলার প্রকৃত অভিযোগকারী এবং হাসিনা খাতুনের বাবার বাড়ি। হাসিনা খাতুনের ভাইয়ের সম্পত্তি নতুন কেনা হয়েছিল এবং বাঁশের তৈরি সীমানা প্রাচীরটি ঘটনার আগের দিনই স্থাপন করা হয়েছিল। আরও উল্লেখ্য যে, হাসিনা খাতুনের ভাই তার এবং তার বাবার উপর আক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষা করার সময় তার বাহুতে গুরুতর আঘাত পান এবং তারা বেশ কয়েকদিন ধরে হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন।"

৭. মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুরের বিজ্ঞ অতিরিক্ত মুখ্য বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট, ফারাক্কা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে উক্ত আবেদনটিকে প্রাথমিক তথ্য প্রতিবেদন হিসেবে বিবেচনা করার এবং সেই মর্মে একটি প্রতিবেদন দাখিল করার নির্দেশ দিয়েছেন।

৮. নির্দেশ অনুসারে, ফারাক্কা পুলিশ স্টেশন ১৫.১২.২০১৭ তারিখের ফারাক্কা থানা মামলা নং ৪৪০, ২০১৭, ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৪৪৭/৩২৩/৩২৫/৫০৬/৩৪ (জি.আর. মামলা ২৪৮১, ২০১৭) এর অধীনে একটি মামলা নথিভুক্ত করেছে।

৯. বলা হয়েছে যে, একটি কথিত তদন্ত সম্পন্ন করার পর, ফারাক্কা থানার পুলিশ কর্তৃপক্ষ ফারাক্কা থানার চার্জশিট নং ১৬৭, ২০১৮ তারিখের ০৩.০৬.২০১৮ তারিখে, ভারতীয় দণ্ডবিধি, ১৮৬০ এর ৩৪১/৩২৫/৩২৬/৩০৭/৪২৭/৫০৬/৩৪ ধারার অধীনে চার্জশিট দাখিল করেছে এবং ভারতীয় দণ্ডবিধি, ১৮৬০ এর ৩০২ ধারা যুক্ত করেছে, যেখানে বর্তমান আবেদনকারী এবং আরও আটজনকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে

মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুরের বিজ্ঞ অতিরিক্ত প্রধান বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে অভিযুক্ত হিসেবে হাজির করা হয়েছে।

১০. আবেদনকারী আরও বলেন যে, ১১ মে, ২০১৬ তারিখে পাল্টা মামলার প্রকৃত অভিযোগকারী হাসিনা খাতুনের ভাই, অর্থাৎ হাবিবুর রহমান, উক্ত জমিটি কিনেছিলেন, যে জমি নিয়ে প্রতিবেশীদের মধ্যে বিরোধ দেখা দিয়েছিল।

১১. উপরোক্ত মামলার কিছু সাক্ষী ১৯৭৩ সালের ফৌজদারি কার্যবিধির ১৬৪ ধারার অধীনে বিজ্ঞ অতিরিক্ত মুখ্য বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট, জঙ্গিপুর, মুর্শিদাবাদের কাছে বিজ্ঞ আদালতে তাদের বক্তব্য রেকর্ড করার জন্য একটি আবেদন দাখিল করেছিলেন। কিন্তু ১৩.১২.২০১৭ তারিখে তা খারিজ করে দেওয়া হয়।

১২. ২৩.০২.২০১৮ তারিখে, ১৯৭৩ সালের ফৌজদারি কার্যবিধির ১৬৪ ধারার অধীনে তিনজন সাক্ষীর (১) আঞ্জুরা খাতুন, (২) জেরাত আলী এবং (৩) টুটুল শেখের জবানবন্দি রেকর্ড করা হয়েছে এবং ২৬.০২.২০১৮ তারিখে, ১৯৭৩ সালের ফৌজদারি কার্যবিধির ১৬৪ ধারার অধীনে দুইজন সাক্ষীর (১) ফিতু শেখ এবং (২) চম্পা বিবি @ বেওয়া'র জবানবন্দি রেকর্ড করা হয়েছে।

১৩. আবেদনকারীর বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রীমতী শ্রেয়সী বিশ্বাস দাখিল করেছেন যে আবেদনকারী একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের সমর্থক এবং বর্তমান সংসদ নির্বাচনের আগে, তিনি কিছু পুলিশ কর্তৃপক্ষের সাথে ঝামেলায় পড়েছিলেন, কারণ তিনি অন্য একটি বিশিষ্ট দলের দ্বারা সংঘটিত কিছু অবৈধ কাজের বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন। পরবর্তীকালে, যখন পুলিশ তাকে দায়িত্ব পালনের জন্য চাপ দিয়েছিল

তাদের নির্দেশ অনুসারে এবং দুর্নীতির অভিযোগ বন্ধ করার জন্য, তিনি তা করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন, এবং এই মামলাটি আবেদনকারীকে একটি শিক্ষা দেওয়ার জন্য এবং কোনও ছন্দ ছাড়াই বা কারণ ছাড়াই তাকে কারাগারে রাখার জন্য প্রতিশোধমূলক পুলিশি পদক্ষেপের ফলাফল।

১৪. প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলের সাথে বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য আবেদনকারীকে থানায় ডাকা হয়েছিল, এবং তারপরে আবেদনকারী জানতে পারেন যে তার বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ আনা হচ্ছে, যা পুলিশের দ্বারা স্টক সাক্ষী এবং বানোয়াট অভিযোগের সহায়তায় মামলাটি জাল করার একটি সম্পূর্ণ হাস্যকর প্রচেষ্টা।

১৫. আবেদনকারীর বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ আনা হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে, তার কোনওটির সাথেই আবেদনকারীর কোনও জ্ঞান বা সম্পৃক্ততা ছিল না এবং পুরো মামলাটি তদন্তকারী সংস্থা কর্তৃক রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং প্রতিহিংসার কারণে উদ্ভূত একজন বিদ্বেষপূর্ণ প্রকৃতপক্ষে অভিযোগকারীর নির্দেশে তৈরি এবং তৈরি করা হয়েছে।

১৬. তার বিরুদ্ধে আনা সমস্ত অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং বানানো এবং এর কোনও সত্যতা বা ভিত্তি নেই। আবেদনকারীর কোনওভাবেই উক্ত কথিত ঘটনার সাথে জড়িত থাকার কোনও প্রমাণ নেই এবং তারা তাৎক্ষণিক মামলার নির্দোষ শিকার। যার কোনও ভিত্তি নেই এবং এটি আন্তঃসম্পর্কীয় বিরোধ এবং রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার উপর ভিত্তি করে তৈরি, যেমনটি প্রথম তথ্য প্রতিবেদনে স্বীকার করা হয়েছে।

১৭. আবেদনকারীকে তাৎক্ষণিক মামলার সাথে মিথ্যাভাবে জড়িত করা হয়েছে, এবং তার কোনও দোষ বা সম্পৃক্ততা নেই

তাৎক্ষণিক অভিযোগে উত্থাপিত অভিযোগের প্রেক্ষিতে। আবেদনকারীর বিরুদ্ধে কোনও 'উপাত্ত' নেই এবং তদন্তকারী সংস্থার সাথে যোগসাজশে কার্যত অভিযোগকারী কর্তৃক তাৎক্ষণিক মামলার সাথে আবেদনকারীকে 'মিথ্যাভাবে জড়িত' করা হয়েছে।

১৮. আরও দাখিল করা হচ্ছে যে, তাৎক্ষণিক মামলায়, এটা স্পষ্ট যে পুলিশ কর্তৃপক্ষের তদন্তের সময় সংগৃহীত প্রথম তথ্য প্রতিবেদন এবং অন্যান্য উপকরণগুলি, বর্তমান আবেদনকারীর বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি, ১৮৬০ এর ধারা ৩৪১/৩২৫/৩২৬/৩০৭/৪২৭/৫০৬/৩৪ এবং ভারতীয় দণ্ডবিধি, ১৮৬০ এর ধারা ৩০২ এর অধীনে অভিযোগগুলি উল্লেখ করে না এবং এই পরিস্থিতিতে, আর কোনও আপত্তিকর কার্যধারা অব্যাহত রাখা, আদালতের প্রক্রিয়ার স্পষ্ট অপব্যবহার হবে এবং তাই এটি বাতিল করা যেতে পারে।

১৯. জনাব শাশ্বত গোপাল মুখার্জী, বিজ্ঞ পাবলিক প্রসিকিউটর, কেস ডায়েরি এবং একটি প্রতিবেদন দাখিল করেছেন যা চাওয়া হয়েছে।

২০. যথাযথ পরিষেবা থাকা সত্ত্বেও, বিপরীত পক্ষ নং ২ এর পক্ষে কোনও প্রতিনিধিত্ব নেই।

২১. কেস ডায়েরি সহ রেকর্ডে থাকা উপকরণ থেকে মনে হচ্ছে যে:-

i) ময়নাতদন্ত প্রতিবেদনে দেখা গেছে যে এখানে ভুক্তভোগীর মৃত্যু তার মাথার খুলিতে গুরুতর আঘাত এবং হাড় ভাঙার কারণে হয়েছে।

ii) ধারা ১৬১ এবং ১৬৪ সিআর.পি.সি. এর অধীনে বেশ কয়েকটি বিবৃতি রেকর্ড করা হয়েছে।

২২. অতএব, অভিযোগকৃত অপরাধের ক্ষেত্রে আবেদনকারীর বিরুদ্ধে প্রাথমিকভাবে একটি মামলা রয়েছে, যার বিচারের জন্য এগিয়ে যাওয়া উচিত।

২৩. কেস ডায়েরি সহ রেকর্ডে থাকা উপকরণগুলি পর্যবেক্ষণ করে, প্রতীয়মান হয় যে চার্জশিটে বর্ণিত মামলার সংক্ষিপ্ত তথ্য একটি ভিন্ন মামলার।

২৪. বিজ্ঞ প্রসিকিউটর কর্তৃক দাখিল করা প্রতিবেদনে, ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ভুল স্বীকার করেছেন এবং চার্জশিটের উক্ত অংশটি সংশোধন করার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করেছেন।

২৫. মনে হচ্ছে, লিখিত অভিযোগ অনুসারে মামলার প্রকৃত তথ্য প্রাথমিকভাবে কেস ডায়েরির উপকরণ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে এবং তাই চার্জশিটের আনুষ্ঠানিক অংশ সংশোধন করার অনুমতি অভিযুক্ত ব্যক্তির উপর কোন প্রভাব ফেলবে না। তদনুসারে, চার্জশিটের আনুষ্ঠানিক অংশ সংশোধন করার আবেদন ন্যায়বিচারের স্বার্থে অনুমোদিত। তদন্তকারী কর্মকর্তা এখানে বর্ণিত সংশোধিত চার্জশিট দাখিল করবেন এবং এই আদেশের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে বিচারিক আদালতে দাখিল করবেন।

২৬. কিন্তু আবেদনকারীর বিরুদ্ধে প্রাথমিকভাবে ``পূর্বে আলোচিত অপরাধের অভিযোগ'' সম্পর্কিত মামলা থাকায়, বর্তমান সংশোধনীটি ``খারিজ'' করা হলো। বিচার আদালতকে দ্রুত বিচার প্রক্রিয়া শুরু করার নির্দেশ।

২৭. সমস্ত সংযুক্ত আবেদনপত্র, যদি থাকে, নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

২৮. অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ, যদি থাকে, বাতিল করা হল।

২৯. প্রয়োজনীয় প্রতিপালনের জন্য এই রায়ের অনুলিপি বিজ্ঞ বিচারিক আদালতে প্রেরণ করা হবে।

৩০. আবেদন করা হলে, প্রয়োজনীয় সকল আইনি আনুষ্ঠানিকতা পূরণের পর দ্রুত এই রায়ের প্রত্যয়িত ওয়েবসাইট কপি সরবরাহ করা হবে।

(শম্পা দত্ত (পল),বিচারপতি)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal